যুগান্তর

তারিখ ... 1 APR 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

এইচএসসি পরীক্ষা

১৫৬ পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র পায়নি

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রবেশপত্র না পেয়ে এইচএসসি পরীক্ষায় রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন কলেজের অসংখ্য শিক্ষার্থী অংশ নিতে পারছে না। এর মধ্যে কেবল ঢাকা বোর্ডেই দুটি কলেজের ১৫৬ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান যুগান্তরকে জানান, কলেজগুলো ওইসব শিক্ষার্থীকে অবৈধভাবে জাল কাগজপত্রে ফরম পূরণ করিয়েছিল। তারা সবাই অন্য কলেজের শিক্ষার্থী। অনেকেই নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেল করা। এ কারণে প্রবেশপত্র পায়নি তারা। এদিকে জাল

পরীক্ষার্থী : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

পরীক্ষার্থী : প্রবেশপত্র পায়নি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কাগজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করানোর দায়ে দুটি কলেজের অধ্যক্ষকে আটক করা হয়েছে। বোর্ড কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জালিয়াতির দায়ে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশনের জন্য পুলিশকে অনুরোধ করা হয়েছিল। অন্যদিকে প্রবেশপত্র না পেয়ে বেশকিছু শিক্ষার্থী শনিবার দুপুরে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সামনে অবস্থান ও রাস্তা অবরোধ করে রাখে। রাত সাড়ে ৭টায় এ রিপোর্ট লেখাকালে প্রবেশপত্র না পাওয়া শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে করণীয় নির্ধারণে মিটিং চলছিল বলে জানান বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। তিনি বলেন, ঢাকার সিটি রয়েল কলেজ, হলি ফ্যামিলি কলেজ এবং ঢাকা মডেল কলেজ নামে তিনটি কলেজকে এবার এইচএসসির ফরম পূরণে জালিয়াতির আশ্রয় নেয়ার দায়ে শনাক্ত করা হয়। এগুলোর মধ্যে সিটি রয়েল কলেজ ও হলি ফ্যামিলি কলেজ থেকে শেষপর্যন্ত যথাক্রমে ৮৮ জন এবং ৬৮ জন প্রবেশপত্র পায়নি। এদের অনেকেই রাজধানীর নটর ডেম, রাজউক উত্তরা মডেল, বিএএফ শাহীন, ঢাকা কমার্স কলেজসহ অন্যান্য কলেজ থেকে আসা। বোর্ড কর্মকর্তারা জানান, প্রবেশপত্রের জন্য আবেদনকারীদের তথ্য যাচাই করতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। উল্লেখিতদের মধ্যে সিটি রয়েল কলেজের ৮৮ জন পরীক্ষার্থীর জাল কাগজপত্র তৈরি করে তা বোর্ডে জমা দিয়েছেন অধ্যক্ষ।

একই ঘটনা ঘটিয়েছে ঢাকা মডেল কলেজের অধ্যক্ষও। দুপুরে বোর্ডের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করাকালে পরীক্ষার্থীরা জানায়, সিটি রয়েল কলেজের অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম তাদের কাছ থেকে ৩০ হাজার থেকে শুরু করে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়েছেন পরীক্ষার নামে। কিন্তু এখন তাদের প্রবেশপত্র দিচ্ছেন না। তারা অধ্যক্ষকে খোঁজার কথাও জানায়। শিক্ষার্থীরা সিটি রয়েল কলেজকে অবৈধ এবং 'স্টুডেন্ট ক্যাচিং কলেজ' নামে আখ্যায়িত করে। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান, সিটি রয়েল কলেজ থেকে ১৬৮ জন ফরম পূরণ করে। বাকিদের প্রবেশপত্র দেয়া হয়েছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন সাংবাদিকদের বলেন, ওইসব কলেজ থেকে ফরম পূরণের জন্য যেসব আবেদন এসেছে তার মধ্যে অনেক ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়েছে। তিনি বলেন, ঢাকা মডেল কলেজ এবং সিটি রয়েল কলেজের অধ্যক্ষরা বিভিন্ন কলেজের নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের টাকা নিয়ে তাদের নাম বোর্ডে জমা দিয়েছেন। ফেল করা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অধ্যক্ষরা স্বপ্রণোদিত হয়ে যোগাযোগ করেন বলেও জানান চেয়ারম্যান। তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, নভেম্বরে এইচএসসির টেস্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আর যারা কলেজ ট্রান্সফার করতে চায় তাদের জুনের মধ্যে শেষ করতে হয়। কিন্তু এখন যারা বলছে তারা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (টিসি) নিয়ে এসব কলেজে এসেছে, তারা সঠিক কাজ করেনি। বোর্ড চেয়ারম্যান আরও বলেন, এসব ছাত্রছাত্রীকে যারা প্রশ্রয় দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়া হবে। প্রয়োজনে তাদের গ্রেফতার করা হবে।